DEC 15 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩......

প্রিন্সিপাল ভাইস প্রিন্সিপালসহ ২১টি পদ শূন্য

বহুমুখী সমস্যা নিয়ে চলছে পটুয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম

মোঃ জাকির হোসেন ॥ প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালবিহীন বিভিন্নমুখী সমস্যার মধ্য দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে পটুয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজে। বর্তমানে ৩টি বিষয়ে অনার্স এবং ডিগ্রীসহ ৫ শতাধিক ছাত্রী অধ্যায়ন করছে এ কলেজটিতে। প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালসহ ৪৬টি সৃষ্ট পদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ২৫ জন। বাকি ২১টি পদ পর্যায়ক্রমে দীর্ঘদিন পর্যন্ত শূন্য অবস্থায় রয়েছে, যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে কলেজের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম। অধিকাংশ বিষয়ের ৪টি সৃষ্ট পদের ২টি পদে কর্মরত আছেন শিক্ষক। এর মধ্যে বর্তমানে অর্থনীতি বিষয়ে ৪টির ৩টি পদই শূন্য অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে কলেজে ৭টি সহযোগী অধ্যাপকের সৃষ্ট পদের ৩টি পদ শূন্য। সহকারী অধ্যাপকের ১২টি সৃষ্ট পদের ৬টি পদ শূন্য এবং প্রভাষক পদে ১৯টি সৃষ্ট পদের ৬টি পদ শূন্য রয়েছে।

এছাড়াও কলেজে গ্রন্থাগারিক ও ক্রীড়া শিক্ষকের ১টি করে শূন্য পদের বিপরীতে কেউ কর্মরত নেই। কলেজের প্রিন্সিপালের পদ চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম থেকেই শূন্য অবস্থায় রয়েছে, পূর্বের প্রিন্সিপালের অক্টোবরের শেষের দিকে চাকরি থেকে অবসরজনিত কারণে শূন্য অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে কলেজের সিনিয়র শিক্ষক ইংরেজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল হালিম দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়াও ভাইস প্রিন্সিপালের পদটি ১৮-৪-২০০১ থেকে শূন্য অবস্থায় রয়েছে।

কলেজটিতে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য অবিলম্বে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে নতুন করে শিক্ষকের পদ সৃষ্টিসহ সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়গুলো চালু করার অনুমতি জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। বর্তমানে এ কলেজে ৫৬ সিটের একটি ছাত্রীনিবাস রয়েছে, যেখানে শতাধিক ছাত্রী কষ্ট স্বীকার করে নিরুপায় হয়ে বাস করছে। কলেজের পুরাতন ছাত্রীনিবাসটি গত ৬-২-২০০১ তারিখে ভবনটি বসবাসের অযোগ্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় ভবনটি ব্যবহার না করার জন্য প্রকৌশল বিভাগ অধ্যক্ষকে অনুরোধ করে। পরবর্তীতে ১৭-৩-২০০১ তারিখে শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক পরিদর্শন সাপেক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি ব্যবহার না করে তা ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলীকে মৌখিক নির্দেশ দেন এবং নতুন ছাত্রীনিবাস নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন।

কিন্তু সে আশ্বাসের বাস্তবায়ন অদ্যাবধি না হওয়ায় ওই ছাত্রীনিবাসের লাগোয়া একটি ভবনে ছাত্রীরা অবস্থান করছে। অবিলম্বে ১৫০ শয্যার একটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণ প্রয়োজন এ সমস্যার সমাধানে।

কলেজটিতে প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালের জন্য কোন আলাদা বাসভবন নেই। এছাড়াও মহিলা শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরী জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। এছাড়াও শহর-শহরতলী, দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রীদের আসা-যাওয়ার জন্য এ কলেজে কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই। কলেজের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রধান সহকারী ও হিসাবরক্ষকসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ৫টি শূন্য পদ জরুরী ভিত্তিতে পূরণ প্রয়োজন।